বন অধিদপ্তরের সেবা গ্রহীতাদের

সচরাচর জিজ্ঞাসা

১। **প্রশ্নঃ** বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ কতো?

উত্তরঃ বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ ১০.৭৪%।

২। **প্রশ্নঃ** বন অধিদপ্তর সম্পর্কে তথ্যাদি কীভাবে পেতে পারি?

উত্তরঃ বন অধিদপ্তর সংক্রান্ত তথ্যাদি ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ অনুসারে নির্ধারিত আবেদন ফরমে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বরাবর আবেদন করে তথ্য পাওয়া যাবে।

৩। **প্রশ্নঃ** বাগান সৃজন ও মাছ চাষের জন্য বনভূমি ইজারা/লীজ গ্রহণ সম্ভব কিনা?

উত্তরঃ বনায়ন ব্যতিত বনভূমি অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের বা ইজারা/লীজ প্রদানের সুযোগ নেই।

৪। **প্রশ্নঃ** কাঠের ফার্নিচার রপ্তানির জন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরঃ বন অধিদপ্তর হতে কাঠের ফার্নিচার রপ্তানির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৫। **প্রশ্নঃ** রক্ষিত এলাকায় শ্যুটিং এর জন্য বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন কিনা?

উত্তরঃ সুন্দরবন ও বন অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রাধীন অন্যান্য রক্ষিত এলাকায় শ্যুটিং এর জন্য বন অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়।

৬। **প্রশ্নঃ** গাছের চারা রপ্তানির জন্য অনুমতির প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরঃ বন অধিদপ্তর হতে বিধি মোতাবেক গাছের চারা রপ্তানির অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৭। **প্রশ্নঃ** সামাজিক বনায়নের উপকারভোগী হিসেবে কীভাবে সম্পৃক্ত হওয়া যায়?

উত্তরঃ "সামাজিক বনায়ন বিধিমালা- ২০০৪" অনুযায়ী উপকারভোগী হিসেবে সম্পৃক্ত হওয়া যায়।

৮। **প্রশ্নঃ** বাগান সৃজনে জনগণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে?

উত্তরঃ প্রতি বছর বৃক্ষমেলার আয়োজন ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।

৯। **প্রশ্নঃ** সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীদের লভ্যাংশের পরিমাণ কতো?

উত্তরঃ বনভূমিতে সৃজিত বাগানের ক্ষেত্রে ৪৫% ও স্ট্রিপ বাগানের ক্ষেত্রে ৫৫% লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

১০। **প্রশ্নঃ** করাতকল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য কীভাবে লাইসেন্স পাওয়া যায়?

উত্তরঃ করাতকল (লাইসেন্স) বিধিমালা – ২০১২ অনুযায়ী "বিভাগীয় বন কর্মকর্তা" বরাবর আবেদন করতে হবে।

১১। **প্রশ্নঃ** বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে কীভাবে গাছের চারা ক্রয় করা যাবে?

উত্তরঃ সারা দেশে ৬২ জেলায় মোট ১০১টি সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (SFNTC) এবং ৩৩৪টি সামাজিক বনায়ন কেন্দ্র হতে সুলভ মূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির চারা ক্রয় করা যাবে।

১২। **প্রশ্নঃ** সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য কোনো অনুমতি নিতে হয় কিনা?

উত্তরঃ সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য "সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা- ২০১৪" অনুসরণ করতে হবে।

১৩। **প্রশ্নঃ** বাংলাদেশে সংরক্ষিত বনের পরিমাণ কতো?

উত্তরঃ ১৫.৫ লক্ষ হেক্টর।

১৪। **প্রশ্নঃ** ব্যক্তি পর্যায়ে হরিণ লালন-পালন করা যায় কিনা?

উত্তরঃ “হরিণ ও হাতি লালন-পালন বিধিমালা- ২০০৭” অনুযায়ী লাওলন-পালন করা যাবে।

১৫। **প্রশ্নঃ** সামাজিক বনায়ন কি?

উত্তরঃ স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে সামাজিক বনায়ন বলা হয়।

১৬। প্রশ্নঃ বন্য হাতি, কুমির কিংবা বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কোনো নাগরিক আহত হলে/মৃত্যুবরণ করলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তরঃ কোনো নাগরিক বন্য হাতি, কুমির কিংবা বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত/মৃত্যুবরণ করলে সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করে থাকে।

১৭। প্রশ্নঃ বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন করে থেকে শুরু হয়েছে? সামাজিক বনায়নে এ যাবত কি পরিমাণ উপকারভোগী সম্পৃক্ত হয়েছেন?

উত্তরঃ বাংলাদেশে ১৯৮০র দশকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।সামাজিক বনায়নের আওতায় সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৬৯ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৭৩১ জন।

১৮। **প্রশ্নঃ** বাংলাদেশে ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদেরকে এবং অন্যান্য পক্ষ গণকে কত টাকা লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে?

উত্তরঃ ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত সামাজিক নবনায়নের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫৯ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪৭৮ কোটি ২০ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৮৭ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১৯। **প্রশ্নঃ** বাংলাদেশে বাঘের সংখ্যা কত?

উত্তর: ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ১১৪ টি।

২০। **প্রশ্নঃ** সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যা কতো?

উত্তরঃ ২০২২ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৪টি।

২১। **প্রশ্নঃ** লোকালয়ে কোনো বন্যপ্রাণী ধরা পড়লে বা দেখা গেলে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে?

উত্তরঃ স্থানীয় বন অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হবে বা বন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত কর্মকর্তাদের টেলিফোন/মুঠোফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

২২। **প্রশ্নঃ** পোষা পাখি আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষেত্রে বন বিভাগের অনুমোদনের প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরঃ বন অধিদপ্তর থেকে পোষা পাখি আমদানি-রপ্তানি করার ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

২৩। **প্রশ্নঃ** প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা?

উত্তরঃ সরকার কর্তৃক ২০৩০ সাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হতে গাছ কাটায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২৪। **প্রশ্নঃ** বাংলাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ (Tree Cover) কতো?

উত্তরঃ বাংলাদেশে বৃক্ষাচ্ছাদনের পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%।

২৫। **প্রশ্নঃ** বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক গাজীপুর-এর কোন বন্ধের দিন আছে কি?

উত্তর: আছে। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক, গাজীপুর বন্ধ থাকে।

২৬। **প্রশ্নঃ** বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে পিকনিক করা যায় কি?

উত্তর: না। সাফারি পার্ক একটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে পিকনিক কিংবা উচ্চস্বরে শব্দ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২৭। **প্রশ্নঃ** আমার একটি পোষা পাখি আছে আমি বিদেশে যাওয়ার সময় এটি নিয়ে যেতে চাই, আমাকে কি করতে হবে?

উত্তর: পাখিটি যদি সাইটিস ভুক্ত প্রজাতি হয় তাহলে যে দেশে নিয়ে যাওয়া হবে সেখানকার সাইটিস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি থেকে সাইটিস পারমিশন আনতে হবে। আর যদি সাইটিস সিডিউল ভুক্ত না হয় তাহলে বনবিভাগ থেকে কি এনওসি নিয়ে যাওয়া যাবে।

২৮। **প্রশ্নঃ** হরিণের লাইসেন্সের জন্য কোথায় কার বরাবর আবেদন করতে হবে?

উত্তর: হরিণের সংখ্যা দশটি পর্যন্ত সৌখিন পর্যায়ে লাইসেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট বন্যপ্রাণী বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করতে হবে। দশটি উর্ধ্বে হরিণের সংখ্যা হলে খামার পর্যায়ে লাইসেন্সের জন্য বন সংরক্ষক বন্যপ্রাণী অঞ্চলের বরাবর আবেদন করতে হবে।

২৯। **প্রশ্নঃ** রাস্তায় হাতি দ্বারা চাঁদাবাজি করতে দেখা গেলে কি করতে হবে?

উত্তর: নিকটস্থ থানা অথবা বন বিভাগে অবহিত করতে হবে।

৩০। **প্রশ্নঃ** কুমিরের চামড়া আমদানি করে প্রসেস করে রি এক্সপোর্ট করতে চাই। আমাকে কি করতে হবে?

উত্তর: কুমিরের প্রজাতি সাইটিস এপেন্ডিক্স ১ভুক্ত এবং/অথবা বন্যপ্রাণী আইনের তফসিল ১ ভুক্ত হলে সাইটিস রেজিস্ট্রার্ড খামার থেকে চামড়া আমদানি করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত কাগজাদি সহ রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত export permit জমা দিতে হবে। কুমিরের প্রজাতি সাইটিস এপেন্ডিক্স ২ ভুক্ত হলে রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ইস্যুকৃত export permit জমা দিতে হবে। ডকুমেন্ট যাচাই সাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হলে বাংলাদেশ re-export permit ইস্যু করা যেতে পারে।